সারসংক্ষেপ (Abstract)

বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে এক অভূতপূর্ব দ্বন্দ্বের মুখোমুখি। একদিকে দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো থেকে প্রতি বছর লাখ লাখ তরুণ স্নাতকের সনদ নিয়ে শ্রমবাজারে প্রবেশ করছেন, অন্যদিকে দেশীয় শিল্প খাত ও করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন জনবলের তীব্র সংকটে ভুগছে। এই দ্বিমুখী পরিস্থিতি তৈরি করেছে এক গভীর "স্কিল গ্যাপ" (Skills Gap) বা দক্ষতার ফারাক। এই গবেষণাপত্রের মূল লক্ষ্য হলো—বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোগত দুর্বলতা, কারিকুলামের প্রাচীনতা, এবং আধুনিক শ্রমবাজারের চাহিদার মধ্যে সংযোগহীনতার কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা। গবেষণায় দেখা গেছে যে, মুখস্থবিদ্যা-ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার অভাব, সফ্ট স্কিলস (Soft Skills)-এর ঘাটতি এবং সার্বিক কর্মমুখী শিক্ষার অনু অনুপস্থিতিই এই শিক্ষাগত দেউলিয়াত্বের মূল কারণ। এই সংকট নিরসনে একাডেমিক ও শিল্প খাতের সমন্বয়, কারিকুলাম সংস্কার এবং আধুনিক কারিগরি প্রশিক্ষণের একটি সমন্বিত রূপরেখা প্রস্তাব করা হয়েছে।

১. ভূমিকা (Introduction)

বাংলাদেশ বর্তমানে তার ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড (Demographic Dividend) বা জনসংখ্যার বোনাসকালের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশই কর্মক্ষম তরুণ। তত্ত্বানুসারে, এই বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠী হওয়ার কথা ছিল দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু বাস্তবে এই সম্ভাবনা পরিণত হচ্ছে এক বিশাল সামাজিক ও অর্থনৈতিক উৎকণ্ঠায়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা হাজার হাজার কলেজ থেকে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ডিগ্রি অর্জন করছেন। অথচ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশে শিক্ষিত বেকারের হার সাধারণ বেকারের হারের চেয়ে উদ্বেগজনকভাবে বেশি। শ্রমবাজারের এই কাঠামোগত বৈষম্য ইঙ্গিত দেয় যে, সমস্যাটি কেবল কাজের সুযোগের অভাব নয়, বরং শিক্ষার মান ও কর্মসংস্থানের উপযোগিতার মাঝে এক বিশাল ব্যবধান রয়েছে।

২. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও মূল প্রশ্নাবলী (Problem Statement & Research Questions)

বাংলাদেশের শিল্পমালিকেরা প্রায়শই অভিযোগ করেন যে, উচ্চপদস্থ এবং কারিগরি দক্ষতাভিত্তিক কাজের জন্য তারা দেশীয় উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে উপযুক্ত লোক খুঁজে পান না। এর ফলে প্রতি বছর বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ও দেশের বড় টেক্সটাইল, আইটি ও সার্ভিস খাতগুলোকে ব্যবস্থাপনা ও আইটি পদে নিয়োগের জন্য পার্শ্ববর্তী ও বিদেশি বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভর করতে হয়। অন্যদিকে, লক্ষ লক্ষ স্নাতক ডিগ্রিধারী তরুণ বছরের পর বছর বেকার বসে থাকছেন কিংবা যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাচ্ছেন না (Underemployment)।

এই গবেষণায় মূল ৩টি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে:

1. বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা পদ্ধতি কেন বর্তমান চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের (4th Industrial Revolution) চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়?
2. উচ্চশিক্ষিত তরুণদের মধ্যে কোন কোন নির্দিষ্ট দক্ষতায় (Hard & Soft Skills) সবচেয়ে বড় ঘাটতি রয়েছে?

3. এই স্থবিরতা কাটিয়ে উঠতে শিক্ষানীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কী ধরনের সংস্কার প্রয়োজন?

৩. স্কিল গ্যাপের মূল কারণসমূহ (Core Causes of the Skills Gap)

৩.১. প্রাতিষ্ঠানিক কারিকুলামের প্রাচীনতা

অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের সিলেবাস ও পাঠ্যক্রম বছরের পর বছর ধরে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। আধুনিক ডাটা সাইন্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI), প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কিংবা আন্তর্জাতিক বিজনেস এনভায়রনমেন্টের যে চাহিদা তৈরি হয়েছে, তা সাধারণ ডিগ্রি পর্যায়ের কারিকুলামে প্রায় অনুপস্থিত।

৩.২. মুখস্থমুখী মূল্যায়ন ব্যবস্থা

পরীক্ষার খাতাভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মৌলিক চিন্তাধারা (Critical Thinking) ও সৃজনশীলতা বিকাশের বদলে মুখস্থ করার প্রবণতাকে উৎসাহিত করে। এর ফলে জিপিএ বা ভালো সিজিপিএ অর্জন করা গেলেও বাস্তব সমস্যা সমাধানের (Problem Solving) দক্ষতা শূন্যের কোঠায় থেকে যায়।

৩.৩. ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া কোলাবরেশনের অভাব

উন্নত দেশগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিকুলাম নির্ধারিত হয় শিল্প খাতের চাহিদা পর্যবেক্ষণ করে। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় এবং করপোরেট/শিল্প খাতের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো যোগাযোগ নেই। ফলস্বরূপ, শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার আগ পর্যন্ত বাস্তব কাজের পরিবেশ, ইন্টার্নশিপ বা করপোরেট চাহিদার অভিজ্ঞতা পান না।

৩.৪. সফ্ট স্কিলস ও ইংরেজি ভাষার দুর্বলতা

বিশ্বায়নের যুগে পেশাগত জায়গায় টিকিয়ে রাখতে প্রফেশনাল ইমেইল কমিউনিকেশন, উপস্থাপন শৈলী (Presentation Skills), দলগত কাজ (Teamwork) এবং কার্যকর ইংরেজি যোগাযোগের ভূমিকা অপরিসীম। স্নাতক সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের বড় অংশের মধ্যে এসব বেসিক সফ্ট স্কিলসের মারাত্মক ঘাটতি দেখা যায়।

৩.৫. বিসিএস ও সরকারি চাকরি কেন্দ্রিক মেধার অপচয়

দেশের সেরা মেধাবীদের একটি বড় অংশ তাদের ক্যারিয়ারের শিক্ষাজীবন পরবর্তী ৩ থেকে ৫ বছর কেবল বিসিএস বা ব্যাংক প্রিলিমিনারি পরীক্ষার মুখস্থবিদ্যা অর্জনে ব্যয় করছেন। এই সময়টিতে যদি তারা আধুনিক প্রযুক্তিগত বা কারিগরি দক্ষতা অর্জন করতেন, তবে তা ব্যক্তি ও দেশের জন্য অনেক বেশি ফলপ্রসূ হতো।

৪. সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব (Socio-Economic Impact)

উচ্চশিক্ষার এই গুণগত সংকট বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সামাজিক কাঠামোর ওপর বহুমুখী নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে:

- **অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও মেধা পাচার (Brain Drain):** যোগ্য মানবসম্পদের অভাবে দেশীয় শিল্প উৎপাদনশীলতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি, সুযোগ ও সঠিক পরিবেশের অভাবে দক্ষ তরুণরা উন্নত দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন।
- **মানসিক বিষণ্নতা ও সামাজিক অস্থিরতা:** ডিগ্রি অর্জনের পরও কাঙ্ক্ষিত চাকরি না পেয়ে তরুণদের মাঝে হতাশা, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার মতো প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- **মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক বিপর্যয়:** একটি পরিবারের সন্তানের পেছনে পড়ালেখার পেছনে বড় অংকের বিনিয়োগের পর তার বেকারত্ব পুরো পরিবারকে দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

৫. উত্তরণের রূপরেখা ও নীতিগত সুপারিশ (Policy Recommendations)

এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন একদিনে সম্ভব নয়, তবে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে একটি টেকসই সমাধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব:

ক. উচ্চশিক্ষার কারিকুলামের আধুনিকায়ন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলামে অন্তত ২০-৩০% প্র্যাকটিক্যাল ও স্কিল-বেসড কোর্স বাধ্যতামূলক করতে হবে। এর মধ্যে থাকবে প্রবলেম সলভিং, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং বেসিক ডিজিটাল টুলস।

খ. বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশিপ ও প্রজেক্ট-বেসড লার্নিং

কেবল তত্ত্বভিত্তিক অনার্সের বদলে শেষ বর্ষে ন্যূনতম ৩-৬ মাসের শিল্প সংযোগ বা ইন্টার্নশিপ বাধ্যতামূলক করা উচিত।

গ. ইন্ডাস্ট্রি বিশেষজ্ঞদের গেস্ট লেকচারার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত করপোরেট ও ইন্ডাস্ট্রির অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অতিথি শিক্ষক হিসেবে এনে বাস্তব অভিজ্ঞতার জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে।

ঘ. শর্ট-টার্ম মাইক্রো-ক্রেডেনশিয়াল ও স্কিল ট্রেনিং

শিক্ষার্থীদের মূল ডিগ্রির পাশাপাশি টেকনিক্যাল কোর্স (যেমন: ডাটা বিশ্লেষণ, ডিজিটাল মার্কেটিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট) নেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করতে হবে।

ঙ. ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং সেন্টার সক্রিয় করা

প্রতিটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যকর ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (CDC) স্থাপন করা, যা শিক্ষার্থীদের সিভি রাইটিং, ইন্টারভিউ প্রস্তুতি ও নেটওয়ার্কিং শিখতে সাহায্য করবে।

৬. উপসংহার (Conclusion)

সনদ বা কাগজের ডিগ্রি কখনোই একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির গ্যারান্টি হতে পারে না। বাংলাদেশ যদি ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও জ্ঞানভিত্তিক দেশে পরিণত হতে চায়, তবে উচ্চশিক্ষাকে কেবল জনসংখ্যা উৎপাদনের কারখানা না বানিয়ে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে। "বুদ্ধির মুক্তি" কেবল একটি দার্শনিক ধারণা নয়, এটি আজকের দিনে প্রযুক্তিগত ও ব্যবহারিক জ্ঞানের আলোয় নিজেকে আলোকিত করার এক বাস্তব চ্যালেঞ্জ। তরুণ সমাজকে সনদের মোহ ছেড়ে দক্ষতা অর্জনের দিকে ধাবিত হতে হবে, এবং রাষ্ট্রকে সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে।

তথ্যসূত্র / রেফারেন্স নির্দেশিকা (References for Research Article)

1. **Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).** (2024). *Labour Force Survey Bangladesh*. Dhaka: Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning.
2. **International Labour Organization (ILO).** (2023). *Global Employment Trends for Youth: Technology and the future of jobs*. Geneva: ILO.
3. **World Bank.** (2022). *Bangladesh Tertiary Education Sector Review: Skills for Tomorrow's Jobs*. Washington, D.C.: World Bank Group.

4. **General Economics Division (GED).** (2020). *8th Five Year Plan (2020-2025): Promoting Prosperity and Fostering Inclusivity*. Dhaka: Bangladesh Planning Commission.
5. **Center for Policy Dialogue (CPD).** (2023). *State of the Bangladesh Economy and Youth Employment Dynamics*. CPD Policy Brief.